দৈনিক বাংলা

তারিখ ১০/৪/৭৪
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

250

# পল্লী-চিকিৎসক ও চিকিৎসার কথা

সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী লিখিত 'পল্লী চিকিৎসক: একটি নবদিগন্তের উন্মোচন' শীর্ষক নিবন্ধটি পল্লী চিকিৎসক সম্বন্ধে বাস্তবিকই আমাদের নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। উল্লিখিত নিবন্ধে একজন পল্লী চিকিৎসকের দায়িত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তাকে রোগ প্রতিরোধ জ্ঞান, সহজ পুষ্টিজ্ঞান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পানীয়জল ও মলমূত্র ত্যাগ ও সাধারণ রোগ চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেদিক থেকে সরকারের এ উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। তবে এসব বিষয়ে জ্ঞানলাভের পদ্ধতি সংক্রান্ত অনেক সমস্যাই আছে। সম্ভবতঃ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তাররা পল্লী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেবেন। তাদের রুটীন মাফিক কাজকর্মের অতিরিক্ত পল্লী চিকিৎসকদের শিক্ষাদান হবে আরো একটি কর্তব্য। লক্ষ্য করা গেছে, যে কারণেই হোক আমাদের ডাক্তাররা পল্লীমুখী হতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না, কাজেই আশা করা যায়, সরকার থানা হেলথ কমপ্লেক্সের চিকিৎসক প্রশিক্ষকদের অতিরিক্ত দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে তাঁদের জন্য উপযুক্ত ভাতা বা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁদের এদিকে আকৃষ্ট করবেন। এছাড়া সরকার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হতে সময় সময় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য বিশেষজ্ঞদের সাত দিন বা তদূর্ধ্ব দিনের কর্মসূচীতে নিকটবর্তী থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এর সুফল হবে এই যে, আমাদের গ্রামবাসীরাও আধুনিক চিকিৎসার ফল কিছুটা উপভোগ করতে পারবেন। এখন পল্লীর চিকিৎসা পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে আমার কিছু অভিমত সংক্ষেপে তুলে ধরছি: আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখবেন।

যুগ যুগ ধরে আমাদের পল্লী চিকিৎসা পদ্ধতিতে কবিরাজী, হেকিমী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশেষ অবদান রেখে আসছে; অথচ এসব চিকিৎসা পদ্ধতি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না বলে আজ আমাদের এ মূল্যবান চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি অবলুপ্তপ্রায়। অই বৈজ্ঞানিক উপায়ে এসব পদ্ধতির সংস্কার বা আধুনিকীকরণ করা গেলে গ্রামীণ চিকিৎসাক্ষেত্রে এগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দেশের আয়ুর্বেদীয় গবেষণাগার ও কারখানাগুলি সরকারী পরিচালনাধীনে এনে পল্লীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা বহু উপকারী ঔষধি গাছগাছড়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এবং এসবের প্রয়োগবিধি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পল্লীর চিকিৎসাক্ষেত্রে যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করা যেতে পারে। এতৎসংক্রান্ত গবেষণায় আমাদের দেশের আধুনিক গবেষণা অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এ্যান্ড রিচার্স, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিচার্স কাউন্সিল ও মহাখালী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। প্রতিটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি করে ঔষধি গাছ-গাছড়ার বাগান বা ক্ষেত্র করা যেতে পারে। এখানে পল্লী চিকিৎসকেরা নিজেদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ঔষধি গাছ-গাছড়ার চাষাবাদ করতে পারবে। প্রতি থানায় সরকারী প্রচেষ্টায় ঔষধি গাছ-গাছড়া হতে ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। এবং তা পরিচালিত হবে সমবায় চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে। সমবায় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, তা গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টা ও সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হবে। এই পদ্ধতি পরিচালনায় অর্থের যোগান আসবে এইসব উৎস থেকে: (ক) ঘরে ঘরে মুষ্ঠিচাউল সংগ্রহ করে, (খ) ফ্রি-চিকিৎসা সুবিধা পেতে হলে প্রতিমাসে দেয় সামান্য চাদা আদায় করে সকল পরিবার প্রধানের নাম সমবায় চিকিৎসা'য় লেখাতে হবে। (গ) গ্রামবাসীদের ফসল ওঠার মৌসুমে সমবায় চিকিৎসায় স্বেচ্ছায় শস্য বা অর্থদানে আকৃষ্ট করতে হবে। (ঘ) হাটবাজারের খাজনা বা তোলার মধ্যে 'স্বাস্থ্য কর' আরোপ করে তা সমবায় চিকিৎসায় সদ্ব্যবহার করতে হবে।

যতদিন পর্যন্ত পল্লী চিকিৎসকরা পুরোপুরি জ্ঞানলাভ না করেন ততদিন পর্যন্ত পল্লী চিকিৎসকদের শিক্ষাদানের সাথে সাথে গ্রামের পুরাতন দাইদেরও প্রসূতি চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক শিক্ষাদান করতে হবে। চীন দেশে প্রচলিত এবং অনেক উন্নত দেশে গৃহীত 'আকুপাংচার মবিসবাষ্টন' চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের দেশেও শিক্ষা দেয়া যেতে পারে—এজন্য কিছু সংখ্যক ডাক্তারকে এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে পাঠানো যেতে পারে। এ পদ্ধতি আয়ত্ব করতে পারলে পল্লী চিকিৎসকগণ ছোটখাট শল্যচিকিৎসা নিজেরাই করতে পারবেন। পল্লী চিকিৎসকরা প্রতিটি প্রাইমারী ও হাইস্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর দেয়া ও রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিটি স্কুলে গিয়ে ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের একটি করে স্বাস্থ্য কার্ড করাতে পারেন। ঐ কার্ড পল্লী চিকিৎসকগণই পূরণ করবেন। এই সময় তারা রোগের উপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাও দিতে পারেন। বর্তমান প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হলে বহু সমস্যার উদ্ভব হবে যা কর্তৃপক্ষ পল্লী চিকিৎসকগণ ও গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তার সমাধান করতে পারবেন। সরকার সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে দেখবেন এই আশায় আমি বহু সমস্যার মধ্যে কিছু সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করলাম,

ডাঃ মোঃ আঃ কাদির খান